দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা

অঘটনের সূত্রপাত

করুণা অলৌকিকী

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
ফাল্গুন, ১৩৬৭ : মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর :
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

কত অচিন্ত্য রূপে সে কান্তি ধরে
বুদ্ধি প্রতিভা কোথা পাবে তল তার ?
মনীষা কেবল পারে কৃতার্থ হ'তে
নমি' শ্রদ্ধায় গীতার অঙ্গীকার :

'যে বিগ্রহেই চায় জীব পূজা দিতে
ভক্তি কমল ধূপ দীপ সৌরভে,
তার সে-শ্রদ্ধা আমিই নিত্য করি
কৃপায় আমার অচলা সগৌরবে।'

স্নেহার্থী দিলীপ

ভূমিকা

"অঘটনের শোভাযাত্রা" শিরোনামাটি বরণ করেছি খানিকটা ধ্বনিমাধুর্যের জন্যেও বটে। কারণ অঘটনের পর্যায়ে আমার যে-তিনটি কাহিনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে (অঘটন আজো ঘটে, অভাবনীয় ও অঘটনের ঘটা) সে তিনটি পর্বে অঘটনের শোভাযাত্রাই আঁকা হয়েছে। বর্তমান পর্বের নাম প্রথমে দিয়েছিলাম "অঘটনের জের"—একটি ছোট গল্পে। পরে একে নবজন্ম দিই এক অভিনব প্রেরণায়—যার ভিত্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ এ-ধরণের কাহিনী লিখতে কেউ ভরসা পেতেই পারে না আন্তর উপলব্ধির 'পরে অটুট আস্থা না থাকলে। শুধু কল্পনার 'পরে যার ভর সে বাইরের সমর্থনের মুখাপেক্ষী না হ'য়েই পারে না, সাত পাঁচ ভাবে—লোকের কাছে অসম্ভব ব'লে ডিশমিশ হবে না তো? কিন্তু যে জেনেছে এ-উপলব্ধির ভিত্তিকে মজবুৎ ব'লে, সে অবিশ্বাসীর জেরায় ভয় পায় না। সে বলে এক বিখ্যাত ধর্ম-মনীষীর ভাষায়: "Why should we regard human nature as most itself when it is least inspired?"* এ-সাধু 'চ্যালেঞ্জ'-টির ভাষ্য—মানুষের চেতনায় আলো নামবার আগে সে জীব ও জীবনকে আবছা গড়পড়তা ও তুচ্ছ এই তিনরূপে দেখলেও সে-দেখাকে প্রামাণ্য বলা চলে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ অবশ্য তাদের নিজের দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে

---

* MYSTICISM IN RELIGION by Deane Inge, Chapter IV.

বলবেই (এবং ব'লেও থাকে) যে, বেশির ভাগ লোকের উপলব্ধি দর্শন প্রত্যয়ই নির্ভরযোগ্য—majority must be granted—এই-ই তো ডিমক্রাসির মুখর রায়। কিন্তু এ-রায়ের ভার থাকলেও না আছে উজ্জ্বলতার ধার না প্রেরণার সেই আনন্দময় দীপ্তি যে শুধু যে দেখিয়ে দিতে পারে কিসে হয় তাই নয়, অঘটনকে আবাহন ক'রে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এ-দীপ্তির এজাহার এই যে, ঠাকুর তাঁর বাহ্য জগতকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধলেও তিনি নিজে সব নিয়মের বাইরে। খৃষ্টদেব একথা বলেছিলেন তাঁর একটি বহু-উদ্ধৃত গভীর বাণীতে —যে, মানুষের কাছে যা অসাধ্য তা ভগবানের কাছে সুসাধ্য ব'লেই তিনি ভগবান্: "With God all things are possible."

কিন্তু প্রেরণাহীন লৌকিক চেতনায় দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয় ব'লে দেখতে পাওয়া যায় না যা প্রেরণাদীপ্ত অলৌকিক চেতনায় স্পষ্ট দেখা যায়। এর একটি নাম "দর্শন"। তাই যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবিশ্বাসীর বাঁকা হাসি শুনে পাল্টা সোজা হাসেন, বলেন: "ওরা জানে না তাই মানে না।"

ধর্মস্য তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত রয়ে গেছে তার একটি কারণ এই-ই—অর্থাৎ যে-উপলব্ধি অমূল্য সুন্দর শিব সত্য তাকে ধর্মে-অবিশ্বাসী বা গড়পড়তা মানুষ অনাদর করে ব'লেই ধার্মিকেরা বলেন—কাজ কি এর ওর তার কাছে দরবার ক'রে—থাকি নিজের অন্তরের অন্দর মহলে বহাল তবিয়তে—"আপনাতে মন আপনি থেকো —যেও নাকো কারো ঘরে।" এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন—যাঁরা সত্যান্বেষী গরজ তাঁদেরই, তাই তাঁরাই আমাদের খুঁজবেন, ওরফে কালিদাসের ভাষায়: "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"—রত্ন কাউকে খোঁজে না রত্নকেই মানুষ খোঁজে, না খুঁজলে মেলে না!